৯৭

দৈনিক সংবাদ

তারিখ MAR. 1 1999
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ফো কা স

'সুলতানের পাঠশালা'

শাহবাগের আজিজ সুপার মার্কেট। দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ। নম্বর ১০২/এ। ভেতরে পাটি বিছানো রয়েছে তার উপরে শিক্ষার্থীদের জন্য ছোট ছোট মোড়া। রুমের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান যেগুলো সুকুমারবৃত্তি চর্চার কথা ঘোষণা করছে। বিভিন্ন চিত্রকলা রয়েছে আশপাশে। রয়েছে রঙে আঁকা প্রয়াত বিশ্ববরেণ্য শিল্পী এস. এম সুলতানের ছবি। এটি একটি স্কুল এবং একটি ব্যতিক্রম ধারার স্কুল। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়। কিন্তু ছাত্ররা সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসা। এসব শিক্ষার্থীর বেশিরভাগই শিশু শ্রমিক এবং বস্তিবাসী ছিন্নমূল, অসহায়। বিনা মূল্যে বইপত্র, স্লেট- পেন্সিল ইত্যাদি এখান থেকেই দেয়া হয়। আর এভাবেই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হচ্ছে দোকান কর্মচারী, চকলেট, পানি বিক্রেতা সমস্ত স্বপ্নাহত শিশুরা। পুরো ঢাকা শহরে সঠিকভাবে হিসেব করলে বস্তিবাসীদের সংখ্যা ৩০ লাখ ছুয়ে যাবে। গ্রামীণ অর্থনীতির ধস, জমির উর্বরতা হ্রাস, নদীর ভাঙন এবং সামাজিক অজস্র সমস্যার কারণে সুখের সন্ধানে মানুষ ছুটে আসছে শহরে। এক হিসেবে দেখা গেছে বঙ্গবন্ধু যমুনা সেতু নির্মাণের পর ৪০ হাজার মানুষ বেকার হয়ে গেছে। এভাবে নাগরিক সভ্যতার ধাক্কায় টিকতে পারেনি দেশের বিশাল একটি অংশের মানুষ। তারা ছুটে আসছে রাজধানী শহরে। অজীর্ণ অশিক্ষায় বেড়ে উঠছে এদের শিশুরা। এসব শিশুকে আলোকিত মানুষ হিসেবে তৈরি [illegible] সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী আহমদ ছফা নির্মাণ করেছেন একটি আলোর স্কুল।

এ ব্যাপারে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও বৈঠা মনের আহমদ ছফার সাথে কথা হলে তিনি জানান, প্রথম এ স্কুলের ভিত্তি রচনা করা হয় ১৯৮৪ সালে। তখন নাজিমউদ্দিন মোস্তানও তার সাথে ছিলেন। কাটাবন মসজিদের দক্ষিণে তখন এটা

সুলতান পাঠশালার বস্তিবাসী শিশুরা

নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৫ সালে জেনারেল এরশাদ রাজনীতি চর্চা কেন্দ্রের নাম করে এটাকে বন্ধ করে দেয়। আজিজ সুপার মার্কেটে এটি আবার শুরু হয় ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে। তারপর থেকে চলছে এ স্কুল। বর্তমানে এর ছাত্রছাত্রী সংখ্যা শতাধিক। ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এর ভর্তি জানালেন স্কুলের শিক্ষক রতন বাঙালি। তবে অর্থ সংকটের কারণে ১৫০ জনের বেশি এরা ভর্তি করবে না।

শিক্ষালয়ের অন্যান্য শিক্ষার্থী অত্যন্ত নির্বেদিত। অন্যান্য [illegible] শিক্ষিকা হলেন মাহবুবা [illegible], [illegible] জ্যাক দাস এদের অধিকাংশই স্নাতকোত্তর। এরা সবাই কমবেশি সম্মানী পায়। তারপরও এটা মূলত স্বেচ্ছাশ্রমের মধ্যেই পড়ে। কিন্তু এ টাকাই বা কোথেকে আসছে একথা জানতে চাইলে আহমেদ ছফা জানান, হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন দিয়েছে কিছু টাকা, 'সম্প্রীতি'র অধ্যক্ষ গিয়াসউদ্দিন দিয়েছে কিছু টাকা। প্রিপিয়ার্সের ডঃ হোসেন জিল্লুর রহমান দিয়েছে কিছু টাকা, 'বাস্তব' দিয়েছে কিছু টাকা, শিল্পপতি এবং লেখক ওবাইদ জায়গীরদার দিয়েছেন কিছু টাকা, গার্মেন্টস মালিক মাহবুবুর রহমান এবং বাংলাবাজার পত্রিকার চেয়ারম্যান ইয়াহিয়া খান স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়েছেন কিছু পোশাক। এরপরেও আহমদ ছফার নিজের আয় অনেকটা ব্যয় হচ্ছে। সুলতান আমাদের দেশের এক মহৎ প্রাণ তাই তার নামে এটা করা হচ্ছে। সুলতান [illegible] এখানে অনেকবার এসেছেন। [illegible] আহমদ ছফা এই সুলতান পাঠশালাকে সুলতান ফাউন্ডেশনে রূপ দেবেন এটাই তার স্বপ্ন তার অঙ্গীকার।

বিপ্লবের জন্য ঢাকার বস্তি উর্বর হয়ে আছে। বামপন্থীরা সেসবকে কাজে লাগাতে পারছেন না। মানুষের আবাস মাদক চোরাচালান, অপরাধ ইত্যাদির আখড়ায় পরিণত হয়েছে। একবার যদি তাদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দেয়া যায়, গোটা ঢাকার চেহারা পাল্টে যাবে। শুধু নিজেই যে কাজ করছেন তেমন নয়। মানুষকে মানুষের উপলব্ধি দিতে নতুন সংগ্রামের বীজ বুনতে ব্যতিক্রম ধারার সাহসী মানুষ আহমদ ছফা তার সাধনা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বপ্নাহত শিশুদের ভেতরে তিনি দেখছেন স্বপ্ন। শিশুদের সাথে তার চলে খুঁটিনাটি খুনসুটি। তাদের দাবি-আবদার রক্ষার সময় তিনি নিজেও যেন একজন শিশু হয়ে যান এডওয়ার্ড সাইদের কালচার অ্যান্ড ইমপিরিয়ালিজম কিংবা বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে লেখা শতাব্দীর ফেরারির মুসাবিদার চেয়েও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এইসব শিশু।

দিনে দিনে বেড়ে উঠা স্বপ্নেরা একদিন বিচ্ছুরিত হবে। বস্তির অন্ধকারে জ্বলে উঠবে লাল আগুন সেই প্রত্যাশায় অমল বিশ্বাসী রৌপ্য কারিগরের মতো কাজ করে চলেছেন আহমদ ছফা, একজন স্বপ্নময় মানুষ। প্রাতিষ্ঠানিকতার বেষ্টনী ভেঙে সুলতান যেমন নিজেই হয়ে উঠেছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান ঠিক তেমনি এই স্কুলের শিশুরাও চলে আসবে বস্তির গাঢ় অন্ধকার থেকে দিনের প্রথম [illegible]